যায়যায়দিন
13 OCT 2009

মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ষষ্ঠ সাফ স্কাউট ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা —পিআইডি

### ষষ্ঠ সাফ ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্প উদ্বোধনে প্রধান উপদেষ্টা

# স্কাউটিং একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আন্দোলন

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা

স্কাউটিং হচ্ছে একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আন্দোলন। এর মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধিত হয়। এটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল এবং আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বাংলাদেশসহ সার্ক অঞ্চলের স্কাউটরা সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে চ্যালেঞ্জিং ভূমিকা পালন করছে। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ গতকাল সকালে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ স্কাউটসের উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী ষষ্ঠ সাফ স্কাউট ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী পৃ ১৫ ›› ক ৪

## স্কাউটিং একটি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আন্দোলন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা সকাল পৌনে ১১টায় জাতীয় স্কাউট কেন্দ্রে পৌঁছলে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার তাকে স্বাগত জানান। ঐ সময় তাকে স্কাউটসের স্কার্ফ ও ব্যাজ পরিয়ে দেয়া হয়। পরে প্রধান উপদেষ্টা রোভারদের হাতে ষষ্ঠ সাফ ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পের উদ্বোধনী পতাকা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে সার্ক দেশগুলোর অসংখ্য যুবক আগামীদিনে নেতৃত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে স্কাউট সদস্য বাড়ানোর জন্য এখানে অনেক সুযোগ রয়েছে। এরই মধ্যে সদস্য সংখ্যা ১ বিলিয়ন পার হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ও শিক্ষা সচিব মো. মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার মো. আবুল কালাম আজাদ, ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পের সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি মো. মোজাম্মেল হক প্রমুখ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর চিফ কমিশনাররা, বাংলাদেশ সরকারের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ স্কাউটসের কর্মকর্তারা।

প্রধান উপদেষ্টা আরো বলেন, বিশ্বের এ অঞ্চলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্কাউটিংয়ের গুণগত ও মানসম্মত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হবে। সবার প্রচেষ্টায় এ অঞ্চলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ সম্ভব। সার্কভুক্ত দেশগুলোতে বিনিময়যোগ্য অনেক সম্পদ রয়েছে। এ অঞ্চলের 'বিশাল জনসম্পদকে একত্র করে কাজে লাগাতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে তা উন্নয়নের একটি মডেল হতে পারে, যা উন্নত বিশ্ব গড়তে আমাদের সহায়তা করবে। রোভার স্কাউটদের মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। এ অঞ্চলে বিখ্যাত কবি, বৈজ্ঞানিক, সমাজ গঠনকারী, জ্যোতিষী, সাহসী ব্যক্তি ও নোবেল বিজয়ী রয়েছেন। তারা বিভিন্ন পেশায় কাজ করে ভবিষ্যতে সার্কভুক্ত দেশের জন্য সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারেন।

স্কাউট লিডারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনাদের অবদান আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন। যাতে সার্কের মূল উদ্দেশ্য সুন্দর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দেশ গড়ার জন্য লিঙ্গ বৈষম্য দূর ও দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

তিনি বলেন, স্কাউটিং চারিত্রিক পরিবর্তন করে দক্ষ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। পরিশেষে ষষ্ঠ সাফ ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্প স্কাউটিং আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নত জাতি গঠন ও বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সঠিক ধারণা সৃষ্টি করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

স্কাউট সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, 'শান্তি ও বন্ধুত্বের জন্য স্কাউটিং'- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পে বাংলাদেশসহ আটটি দেশের রোভার, গার্ল ইন রোভার ও চিফ কমিশনাররা অংশগ্রহণ করেছেন। স্কাউটরা ক্যাম্প চলাকালে নয়টি চ্যালেঞ্জ ও তিনটি ডিসকভারিতে অংশগ্রহণ করছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- অভিযান, আনন্দ ভ্রমণে, ডিসকভারি, ইয়ুথ ফোরাম, দেশভিত্তিক কালচারাল প্রোগ্রাম, যুব পার্লামেন্ট, উদ্বোধনী, সমাপনী, মহাতাঁবু জলসা ও আন্তর্জাতিক রজনী। ফ্রেন্ডশিপ ক্যাম্পে বাংলাদেশ, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তান ও ভারত থেকে ৩৫০ রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন। ১৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১১টায় রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ ইয়ুথ পার্লামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বলে স্কাউট সূত্র নিশ্চিত করেছে।